দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 29 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

নির্বাচনের পর ঢাবি ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল

॥ সাইদুর রহমান ॥

নির্বাচনে পরাজয়ের আশংকায় দেশের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। দুই ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আসন্ন নির্বাচনে চারদলীয় জোট এবং মহাজোটের জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করবে হলগুলোতে তাদের অবস্থান। উভয় সংগঠনের নেতা-কর্মীরা জানান, তারা হলগুলোতে সহাবস্থানে বিশ্বাস করেন। ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশ ধরে রাখতে তারা একযোগে কাজ করে যাবেন। কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা হলে প্রতিহত করা হবে বলেও তারা জানান। তবে উভয় সংগঠনের মধ্যমসারীর ছাত্রনেতারা হলের বাইরে থাকার যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে হল থেকে প্রয়োজনীয় মালামাল বাইরে রাখতে শুরু করেছে। পাশাপাশি হলগুলোতে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে নানামুখী প্রস্তুতিও নেয়া হয়েছে। আবার ছাত্রনেতাদের মাঝে হতাশা ও সংশয় দেখা গেছে।

ছাত্রনেতারা নির্বাচনের দিনে সারাদিন বিভিন্ন কেন্দ্রে থাকবেন। রাতে নিজেদের কক্ষ বন্ধ রেখে হলের টিভি রুমে একসাথে নির্বাচনের ফলাফল দেখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্বাচনের আগ মুহূর্তে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে তাদের নিজেদের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেছে। নির্বাচনের আগে ও পরে ছাত্রনেতাদের করণীয় সম্পর্কে সিনিয়ররা অবহিত করেন।

ছাত্রদলের এক ছাত্রনেতা বলেন, চারদলীয় জোটের পরাজয় হলে আমরা কিছুদিন হলের বাইরে থাকার চেষ্টা করবো। পরে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেবো। তবে আমাদের উপর কোন ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন করা হলে পাল্টা জবাব দেয়ার জন্যও প্রস্তুতি রয়েছে। ছাত্রলীগের এক নেতা জানান, আমরা জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী। তবে কোনভাবেই পরাজয় হলে প্রথমদিকে হল ছেড়ে দেবো। আমাদের উপর নির্যাতন করা হলে অবশ্যই নির্যাতনকারীদের মোকাবেলা করবো।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জোট সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন পরিবর্তন না করায় হলগুলোতে ছাত্রদলের অবস্থান অনেকটা সুদৃঢ়। তবে ওয়ান এলিভেনের পরে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা আত্মগোপনে গেলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগও তাদের অবস্থান তৈরি করে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, এসএম হল, জহুরুল হক হল, শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল, অমর একুশে হল এখন পুরোপুরি ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে। অপরদিকে স্যার এ এফ রহমান হল, হাজী মুহাম্মদ মহসিন হল, সূর্যসেন হল, জিয়াউর রহমান হল, কবি জসীম উদ্দীন হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে। ছাত্রীদের চারটি হলে উভয় সংগঠনের অবস্থান সমানে সমান।

ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের পরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাদের ভূমিকা একই হবে। আমরা সব সময় সহাবস্থানে বিশ্বাসী। জয়ী হলে পরাজিতদের সাথে নিয়ে ক্যাম্পাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ধরে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে।

ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু বলেন, হলগুলোতে বৈধ ছাত্ররা থাকবে এটা স্বাভাবিক। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি এবং থাকব। ছাত্রলীগ শান্তিতে বিশ্বাস করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ সাংবাদিকদের জানান, যে কোনভাবেই ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশ ধরে রাখতে হবে। ক্যাম্পাসের পরিবেশ বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। ক্যাম্পাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ধরে রাখার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।